আজকের কাগজ

তারিখ 04 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

124

চট্টগ্রামে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলি শতাধিক আহত ৫০টি গাড়ি ভাঙচুর

চট্টগ্রাম অফিস ঃ মীরেরশরাই নিজামপুর কলেজ গেইটে পুলিশের বেপরোয়া গুলি, টিয়ারগ্যাস ও লাঠিচার্জে কমপক্ষে শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হয় এবং মারাত্মক গুলিবিদ্ধ ৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত সোমবার বারৈইয়ারহাট এলাকায় দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে ছাত্রলীগের ৩ জন কর্মী গুলিবিদ্ধ ও ২০ জন আহত হয়। এ সময় ২ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল গতকাল মঙ্গলবার বারৈইয়ারহাট এলাকায় দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে ছাত্রলীগের ৩ জন কর্মী গুলিবিদ্ধ ও ২০ জন আহত হয়। এ সময় ২ জন ছাত্রলীগ কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল গতকাল মঙ্গলবার বারৈইয়ারহাট ও বারতাকিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যারিকেড দিলে সকাল ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার পূর্বে বিক্ষুব্ধ একদল ছাত্র সকাল ৮টায় বারৈইয়ারহাট এলাকায় সংবাদ পত্রবাহী একটি গাড়ির গতিরোধ করে জোরপূর্বক গাড়ির চালক ও হেলপারকে নামিয়ে প্রায় ৭ হাজার কপি (আজকের কাগজ ব্যতীত পত্রিকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। ছাত্রলীগ থেকে অভিযোগ করেছে, পত্রিকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া ঐ বিক্ষুব্ধ দলটি সরকারি দলের ছাত্র-সংগঠন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বারৈইয়ারহাট ও বারতাকিয়া এলাকায় ৫০টি গাড়ি ভাংচুর করে এবং ৭টি যাত্রীবাহী গাড়ির চাকার টায়ার কেটে দেয় এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করেছে যাত্রীরা।

অপরদিকে গত সোমবারের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রলীগ কর্মীদের মুক্তির দাবিতে দুপুর ১২টায় নিজামপুর কলেজ মোড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করলে পুলিশ অবরোধ সরাতে প্রথমে ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ করলে সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায় ছাত্রদেরকে রক্ষা করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনতা এগিয়ে এলে পুলিশ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে ৩৬ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের সঙ্গে তখন একটি ছাত্র-সংগঠন অংশগ্রহণ করে ছাত্র-জনতার ওপর পুনরায় গুলিবর্ষণ ও ককটেল নিক্ষেপ করলে ঘটনাস্থলে প্রায় শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হয় এবং মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ ৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুলিবিদ্ধ জহির (২৪), কামরুল হাসান (২২), রুবেল (২৪), শহীদুল আলম (১৮), হীরালাল দাস (২৪)। এর মধ্যে প্রথম দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারৈইয়ারহাট বারতাকিয়া ও নিজামপুরে ব্যারিকেড অব্যাহত থাকে এবং উক্ত মহাসড়কে সকল প্রকার যানবাহন বন্ধ থাকে। দূর পাল্লার যাত্রীদের মারাত্মক অসুবিধা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসন কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছেন।